রোগ যন্ত্রনায় তাহাকে খুব কমই ভুগিতে হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার জ্বর হয়। তাহার পিতা চিকিৎসক আনয়ন করাইলেন। চিকিৎসক বলিলেন যে টাইফরেড রোগ তাহাকে অক্রমণ করিয়াছে। তাহার পিতা সুবিবেচক চিকিৎসক আনয়ন করাইলেন ; কিন্তু ভগ-বানের কঠোর আহ্বানে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, বন্ধু-বান্ধব, চিকিৎসকগণ রোগ হইতে তাহাকে আরোগ্য করিতে অক্ষম হইলেন। ১৯শে আগষ্ট তাহার এই শয্যা অন্তিম শয্যা হইল।

স্মরণ

রেজাউল্—সাহিত্যের প্রথমবর্ষ—

পথ রোধি এলে তুমি চমকিত ভাবে
হাসিয়া শুধালে মোরে "কোথা তুমি যাবে" ?
সহসা দাঁড়ানু আমি নিরুত্তর ছবি—
প্রকাশিল আকাশেতে অস্ত-হীন রবি,
কুসুম উঠিল হাসি মোর চারি পাশে
ফিরিয়া চলিনু আমি জীবনের আশে
করিতে বরণ তব দুটি আঁখি জল
ঝরিয়া পড়িল যাহা,ধরণীর তল।
বিদায় চাহিলে তুমি করি আনন্দিত
নির্ব্বাসিত ধরণীরে মোর পরিচিত।

কবে সেই ধরণীরে সাথে করি, বালা
চলিনু আনন্দে আমি অধীর, উতলা
বিস্মিত নয়নে চাহি, গাহি তার গান
লভিয়া জীবনে এক অপরূপ প্রাণ।

ধরণীর সৌন্দর্য্যের দ্বার খুলি যবে
আহ্বান করিল মোরে শব্দ-হীন রবে,
প্রবেশিনু আমি তাহে সৌন্দর্য্য-পাগল
করিতে বিশ্বের পূজা দিয়ে আঁখি জল,

দিয়ে তারে জীবনের ভক্তি ভালবাসা,
উৎসর্গ করিয়া পদে সবটুকু আশা,
করি তারে জীবনের ধ্রুব-তারা মম
যাত্রা মোর হ'ল শুরু ভিখারীর সম।

নিরাশায় হিয়া মম কাঁপে সদা ত্রাসে—
চকিতে কখন যদি প্রবল বাতাসে
ভেঙ্গে দেয় ভিখারীর সোনার স্বপন—
শঙ্কিত ব্যথায় মোর বিচঞ্চল মন।

ক্ষণেক চাহিয়া মোরে সেই দিনশেষে
ফিরিয়া চলিলে তুমি গভীর নিরাশে।
চলিয়া এসেছি আজি জীবনের পারে
দিতে মোর শেষ ডালি মরণের দ্বারে।

পূত করি পশ্চাতের মলিনতা রাশি
সঞ্চয় করেচি যাহা এত ভালবাসি
নিস্তব্ধ হয়েছে আজি এ বিশ্ব নিখিল—
কুসুম হাসে না আর ডাকে না কোকিল ;

নাহি সেই ধরণীর সৌন্দর্য্য নবীন
উজ্জ্বল প্রভাত আজ হয়েছে মলিন ;
অমার আঁধারে আজি অতি চুপে চুপে
ছায়াময়ী বিভীষিকা নর নব রূপে
ধাইয়া আসিছে বেগে হাসি অট্ট-হাসি
বাড়ায়ে বেদনা ব্যথা অশ্রু বারি রাশি
প্রভাত হইতে যাহা বেয়েছি সতত
তারি ভারে শির মোর হ'ল অবনত।
ফিরিয়া চলিতে চাহে পশ্চাতে চরণ
একদিন যেথা হাত হ'ল আগমন।
ভাবিতেছি জীবনের শেষ প্রান্তে এ'সে
অতীত বিরহ ব্যথা সেই দিনশেষে।

"বিদায়"

—বিনয়কৃষ্ণ দাস
দ্বিতীয় বর্ষ (বিজ্ঞান) "ক" শাখা

হে মোর "বঙ্গবাসী"
মূর্ত্ত-বিদায় তোমা পানে চাহি উঠিয়াছে পরকাশি ;
তব গৃহদ্বার, তব অঙ্গন,
ভরিয়া রাখিবে মোর প্রাণ মন
অগনিত স্মৃতিরাশি
যবে হ'ব আমি তোমা হ'তে ওগো সুদূরের পরবাসী।